গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩
www.lawjusticediv.gov.bd

নং-১০.০০.০০০০.১২৭.২৯.০০১.২০.২৫২ তারিখ ঃ ০১ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৫ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি কর্তৃক নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভায় বিচারকগণের অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ (১) স্মারক নং ১জে-০৫/১৮ (অংশ-১)-৩৩৮৮ জে, তারিখ ঃ ১৫/০৬/২০২১ খ্রিঃ, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
(২) স্মারক নম্বর:৫৫.১২.০০০০.১০৭.৩২.০০৩.১৯-৪৩২৫, তারিখ ঃ ০৯/০৬/২০২১ খ্রিঃ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।

সূত্র ঃ স্মারক নং- ১২২/২০১৬ (এডি)(অংশ)-২৪০৯ জে, তারিখ ঃ ০৮/০৪/২০২১ খ্রিঃ, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের 'জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি' কর্তৃক আগামী ১৯/০৬/২০২১ খ্রিঃ শনিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভার্চুয়াল/অনলাইন মাধ্যমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ৬৪ জেলার জেলা ও দায়রা জজ, সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করা হলো।

২। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

৩। বর্ণিত বিচারকগণকে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী online zoom platform [Zoom Meeting ID: 85299765089, Passcode: nhrc] এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪। বর্ণিত সভায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সকল তথ্যাবলীর জন্য **জনাব কাজী আরফান আশিক**, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা, মোবাইল-০১৩১৩৭৬৮৪০৩ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। মতবিনিময় সভায় আলোচনার সুবিধার্থে এতদ্‌সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের 'জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি' এর ধারণাপত্র, প্রশ্নমালা ও অন্যান্য কাগজাদি সংযুক্ত করা হলো।

১৫/০৬/২১
(মোঃ শাহাবুদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৬৬৩১।

কার্যার্থে ঃ

১। জেলা ও দায়রা জজ,... (সকল)।
২। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল,... (সকল)।
৩। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,...(সকল)।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৩। জনাব কাজী আরফান আশিক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।
০৫। প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

মানবাধিকার
সবার জন্য
সবখানে
সমানভাবে

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র-১৯৪৮

১. জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২. কারো প্রতি কোন বৈষম্য নয়
৩. স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪. কোন প্রকার দাসত্ব নয়
৫. নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬. মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭. আইনের চোখে সবাই সমান
৮. বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯. বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০. নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১. আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪. নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫. জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬. বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮. ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
২০. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১. গণতান্ত্রিক অধিকার
২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩. স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেয়ার অধিকার
২৪. বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির অধিকার
২৬. সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭. মেধাসত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮. মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯. অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০. মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
নবম তলা, বিটিএমসি ভবন,৭-৯
কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

হেল্প লাইনঃ ১৬১০৮
ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd
ওয়েব সাইটঃ www.nhrc.org.bd

জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি কর্তৃক নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবংধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা

১৯ জুন ২০২১, শনিবার, বেলা ১১:০০ ঘটিকা

ভার্চুয়াল সভা

১১:০০ ঘটিকা	:	অতিথিদের অনলাইনে যোগদান
১১:০০ - ১১.০৫ ঘটিকা	:	**স্বাগত বক্তব্য** **জেসমিন আরা বেগম**, সম্মানিত সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
১১.০৫ - ১১.১৫ ঘটিকা	:	জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটি কর্তৃক নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবংধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা **ড. মো: আবুল হোসেন**, পরামর্শক, জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি।
১১.১৫ - ১১.৫৫ ঘটিকা	:	উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব
১১.৫৫ - ১২.০০ ঘটিকা	:	**সম্মানিত অতিথির বক্তব্য** **সুদীপ্ত মুখার্জী**, আবাসিক প্রতিনিধি, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)।
১২.০০ - ১২.০৫ ঘটিকা	:	**বিশেষ অতিথিবৃন্দের বক্তব্য** **জনাব মো: মইনুল কবীর,** সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১২.০৫ - ১২.১০ ঘটিকা	:	**জনাব মো: গোলাম সারওয়ার,** সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়কমন্ত্রণালয়।
১২.১০ - ১২.১৫ ঘটিকা	:	**ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ,** সার্বক্ষনিক সদস্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
১২.১৫ হতে	:	**প্রধান অতিথির বক্তব্য** **সৈয়দ মাহমুদ হোসেন**, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি।
	:	সভাপতির বক্তব্য **নাছিমা বেগম** এনডিসি, চেয়ারম্যান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে ন্যাশনাল ইকনকোয়ারি বিষয়ক ধারণাপত্র

(১) ন্যাশনাল ইনকোয়ারির ধারণা

ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হল পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে অনুসন্ধান, যেখানে সর্বসাধারণকে প্রকাশ্য প্রমাণ ও লিখিত বিবরণসহ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এর অনুসন্ধান ও শিক্ষা সম্পর্কিত উদ্দেশ্য থাকে এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এটি পদ্ধতিগত জটিল প্রকৃতির মানবাধিকার পরিস্থিতিসমূহ তুলে আনার ভালো একটি উপায়। এর জন্য সমন্বিত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন হয়। ন্যাশনাল ইনকোয়ারি একটি খুবই কার্যকর পদ্ধতি। তাই জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সতর্কতার সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয় বিবেচনা করেই কেবল ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত যাতে তদন্তের বিষয়ের যথার্থতা থাকে এবং সফলভাবে জাতীয় তদন্ত শেষ করতে সক্ষমতা থাকে।[1]

(২) ধর্ষণের ওপর আলোকপাত করে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ন্যাশনাল ইকনকোয়ারির পটভূমি ও প্রসঙ্গ

সারাবিশ্বে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা পদ্ধতিগত, ব্যাপক বিস্তৃত ও সবচেয়ে খারাপ ধরনের একটি মানবাধিকার লঙ্ঘন। এ সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘটনাগুলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্যের সূত্রে গাঁথা, সামাজিক রীতি ও বিদ্যমান বহুদূরপ্রসারিত লিঙ্গ বৈষম্য একে আরও শক্তিশালী করেছে। ইউএনউইমেন এর তথ্য অনুসারে, বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর একজনকে শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে, যার বেশিরভাগই হয়েছে নিকটতম সঙ্গীর দ্বারা[2] এবং প্রতিদিন ১৩৭ জন নারী তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা হত্যার শিকার হয়। মোট ৩৫ শতাংশ নারী তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময় তাদের নিকটতম সঙ্গীর দ্বারা অথবা সঙ্গী নয় এমন লোকের দ্বারা শারীরিক এবং/অথবা

---

[1] Conducting a National Inquiry into Systemic Patterns of Human Rights Violation: A Manual for National Human Rights by Institutions by APF: https://www.asiapacificforum.net/media/resource_file/2019_Conducting_National_Inquiries_Manual.pdf.
[2] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures.

যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন এমন নারীদের ৪০ শতাংশেরও কম কোনো ধরনের সহায়তা চেয়েছেন, এবং তাদের মধ্যে ১০ শতাংশেরও কম পুলিশের সহায়তা চেয়েছেন।[3]

(৩) কোভিড-১৯ মহামারীতে ধর্ষণসহ নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা পরিস্থিতি

নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা যে কোনো সময়ের জন্যই একটি মারাত্মক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে এর অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়েছে, কারণ এই সময়টাতে সহায়তা চাওয়ার সুযোগ আরও বেশি সীমিত। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কোভিড-১৯ শুরুর পর সারাবিশ্বে এবং দেশেও নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বেড়ে গেছে।[4]

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর আগেই নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ছিল। বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি ও আচার-আচরণ এবং পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো যে কোনো বয়সী নারীদের সহিংসতার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। ইউএনউইমেনের কোভিড-১৯: বাংলাদেশে রেপিড জেন্ডার এনালাইসিস (আরজিএ) প্রতিবেদনে বলা হয়, লকডাউনেও জীবিকার সুযোগ হারানোর ফলে নিজেদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে একটি ইস্যু বলে জানিয়েছে ৪৯.২ শতাংশ নারী ও কন্যা শিশু। সহিংসতার শিকার হলে কোথায় অভিযোগ করতে হবে তা জানে না ৩৩ শতাংশ নারী।[5]

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বাল্য বিয়ের ওপর একটি জরিপ করেছে। তাতে দেখা যায়, ২০২০ সালের জুন মাসে তার আগের বছরের এপ্রিল ও মে মাসের তুলনায় শিশু নির্যাতনের হার বেড়েছে। কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করা নিয়ে মোট ৫৭,৭০৪ নারী ও শিশুর ওপর জরিপ চালিয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এই তথ্য পেয়েছে। সাক্ষাৎকার নেয়া নারী ও শিশুদের মধ্যে ৯,৮৪৪ জন নারী এবং ২,৮৯৬ জন শিশু জানিয়েছে যে, তারা সহিংসতার

---

[3] https://www.thenewhumanitarian.org/report/84909/south-africa-one-four-men-rape.

[4] https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19.

[5] COVID-19 Bangladesh Rapid Gender Analysis (RGA) report by UNWomen. file:///C:/Users/IHRE/Documents/UNWomen%20RGA%20Bangladesh.Final_.May2020.pdf.

শিকার হয়েছে।[6] এ অবস্থায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে 'ছায়া মহামারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোভিড-১৯ সংকটে বেড়ে চলেছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন এবং কম্যুনিটি রক্ষামূলক পদক্ষেপের ফলে নেতিবাচক প্রভাবের একটি হচ্ছে- নারী ও কন্যা শিশুরা বাড়তি ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কেননা প্রলম্বিত বিধিনিষেধ অব্যাহত থেকেছে এবং পারিবারিক উদ্বেগ বেড়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে চলাফেরায় এবং গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।

শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তারা পরিবারের সদস্য, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিদের দ্বারা যৌন নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে গেছে। উপরন্তু, নিকটতম সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হওয়া নারীরা একই ছাদের নিচে থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে কারণ তাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। এটি বৈবাহিক ধর্ষণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

কোভিড-১৯ এর সময়ে আগের বছরের তুলনায় ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে চারজন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।[7] আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাবমতে, ২০২০ সালে মোট ১,৬২৭ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩১৭ জন দলগত ধর্ষণের শিকার হয়েছে, ৫৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৪ জন আত্মহত্যা করেছে।[8] এর আগে, ২০১৮ সালে ১,৪১৩ ও ২০১৯ সালে ৭৩২ জন ধর্ষণের শিকার হয়। এসব পরিসংখ্যানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ধর্ষণ প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট আইন থাকলেও বাংলাদেশে এটি ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর প্রকৃতি ও মাত্রা এটিই নির্দেশ করে যে, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলার ব্যর্থতা - পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন। সেই সাথে সামাজিক মূল্যবোধ এবং নারীর সহজাত মর্যাদাকে সম্মান দেয়ার বিষয়গুলোতে অবনতি ঘটেছে। ধর্ষণ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক অন্যান্য অপরাধগুলোকে শুধুমাত্র ফৌজদারি অপরাধ

[6] http://www.manusherjonno.org/latest_stories/sharp-rise-in-child-marriages-in-june-mjf-survey-reveals/.
[7] https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/09/29/4-women-raped-every-day-on-average-during-coronavirus-pandemic
[8] http://www.askbd.org/ask/2020/12/31/violence-against-women-rape-jan-dec-2020/

হিসেবে না দেখে পদ্ধতিগত পন্থা অবলম্বন করা দরকার এবং লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতি এবং ক্ষতিকর পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন। দায়মুক্তির সংস্কৃতি এবং ভুক্তভোগী ও নির্যাতনের শিকার হওয়াদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতের ব্যর্থতা এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে অন্যান্য অপরাধীদেরও উৎসাহিত করতে পারে। এখানে, সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে জাতীয় তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো হচ্ছে- বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধ কর্মসূচি এবং এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ করা যেখানে নারী ও শিশুরা মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে এবং তারা তাদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারবে।

(৪) এই ইস্যুটি বেছে নেয়ার করার যৌক্তিকতা

উপরে উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলো বিবেচনায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) ধর্ষণের ওপর বিশেষ আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি করতে চায়। এই ধরনের একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের আগেই এনএইচআরসি, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতায় গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, গত ২০ মে ২০২০ তারিখে এনএইচআরসির নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটি একটি ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করে। সভায় অংশগ্রহণকারীরা মতামত তুলে ধরেন এবং ভুক্তভোগীরা কীভাবে ও কোথায় অভিযোগ দালিখ করবে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন। সরকার ও স্থানীয় সরকারকে বিশেষ ঘটনাগুলোতে নারীদের অধিকার রক্ষায় ও সুনির্দিষ্ট পদেক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয় এনএইচআরসি।[9] কমিশন গত ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে ‘লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা: কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে একটি ‘ছায়া মহামারী’ এবং ১০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ‘দ্রুত যৌন সহিংসতা বৃদ্ধি: ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক ওয়েবিনার আয়োজন করে। এতে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও ও আইএনজিওর প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা বক্তব্য রাখেন। তারা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা দ্রুত বেড়ে যাওয়া এবং সংকট মোকাবিলায় সামনের দিনগুলোতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের (সিআরআই) যুব প্ল্যাটফরম ইয়ং বাংলা ও ইউএনডিপির মানবাধিকার কর্মসূচির সহযোগিতায় ‘জনসমাগম হয় এমন

[9] http://nhrc.org.bd/site/view/notices.

স্থানে (ডব্লিউএসপিপি) নারীর নিরাপত্তা’ বিষয়ে একটি প্রচারাভিযান শুরু করেছে। প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে তরুণ ও অন্যান্যদের মধ্যে নারীর নিরাপত্তার ওপর আলোকপাত করে ব্যাপকভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুদের সমান অধিকার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি এবং আচরণগত পরিবর্তন সাধন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন লিঙ্গভিত্তিক সহিসংসতা বিরোধী ১৬ দিনব্যাপী কর্মূসচির সাথে যুক্ত হয়েছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান, যা প্রতিবছর সারাবিশ্বে পালিত হয়। ২৫ নভেম্বর নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবসে এই কর্মূসচি শুরু হয় এবং ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও মানবাধিকারের মধ্যে প্রতিকী যোগসূত্র স্থাপন এবং এ ধরনের সহিংসতা যে মানবাধিকার লংঘন সেটির ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্যই কর্মসূচিটির এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে গণমাধ্যমের সাথে একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন এবং টক শোতে অংশগ্রহণ করে।

ন্যাশনাল ইনকোয়ারি সাধারণত মানবাধিকার লংঘনের একক ও বিচ্ছিন্ন অভিযোগের জন্য উপযুক্ত নয়। বরং এটি সারাদেশে অথবা দেশের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অংশে পদ্ধতিগত মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। সব ধরনের মানবাধিকারই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি মানবাধিকার লংঘনই তাৎপর্যপূর্ণ। একটি ধর্ষণের ঘটনাও অনেক বড় কিছু। বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ধরনের মানবাধিকার লংঘনের মাত্রাগুলোর একটি, যা বড় একটি জনগোষ্ঠীকে (নারী ও শিশু) ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এক্ষেত্রে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ন্যাশনাল ইনকোয়ারির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ধর্ষণের ওপর আলোকপাত করে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার বিষয়টি নির্বাচন করা যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

(৫) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ-এর এখতিয়ার

প্যারিস মূলনীতির আলোকে বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর আওতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। এই আইন এর ১২ নং ধারা অনুসারে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কার্যাবলী ও এখতিয়ারের আওতায় রয়েছে-মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো, মানবাধিকার

বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিবীক্ষণ এবং মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে তদন্ত, মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ নিষ্পত্তি, মানবাধিকার বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান। নিজ এখতিয়ার ও ক্ষমতার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার লংঘন বিশেষত, নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার বিষয়ে তদন্ত, অবহিতকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবীক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানে তার মূল কার্যক্রমগুলো চালাচ্ছে।

(৬) ভৌগলিক, বিষয়বস্তুভিত্তিক ও সময়গত কাজের পরিধি

ধর্ষণের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে নাজুক ৩২টি জেলায় (প্রতিটি বিভাগে চারটি জেলা) অনুসন্ধানের মাধ্যমে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১০ মাসের মধ্যে ন্যাশনাল ইনকোয়ারির কাজ শেষ হবে।

(৭) ন্যাশনাল ইকনকোয়ারির উদ্দেশ্য

▪ পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে ধর্ষণের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানোর মাধ্যমে এর কারণ, ধরন, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা।

▪ ধর্ষণ সম্পর্কিত আইন, কার্যক্রম ও নীতিমালার পর্যাপ্ততা এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা- তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

▪ নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রভাব বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, বিশেষ করে ভুক্তভোগী, তাদের আত্মীয় স্বজন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ওপর ধর্ষণের ঘটনার প্রভাব, সহায়তা এবং ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পেতে ভুক্তভোগীরা কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয় তা খতিয়ে দেখা। অধিকারের বিষয়ে দাবি জানাতে ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা।

▪ বাংলাদেশে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রকৃতি ও মাত্রা বিষয়ে গণ সচেতনতা, প্রচারাভিযান এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা।

▪ সুপারিশসহ একটি গণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা (মানবাধিকার কাঠামো ব্যবহার করে)।

(৮) আইনি কাঠামো

একটি আইনি কাঠামোর আওতায় ন্যাশনাল ইনকোয়ারির মাধ্যমে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিসমূহ যেগুলোতে বাংলাদেশ অনুসাক্ষর করেছে (প্রাসঙ্গিক কোনো আপত্তি থাকলে তা লক্ষ্য রেখে) এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইনসমূহ ।

(৯) ন্যাশনাল ইকনকোয়ারির গঠন

ন্যাশনাল ইনকোয়ারির দুইটি অংশ থাকবে। এর একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি (এনআইসি) এবং অপরটি সচিবালয় (একসাথে ‘ন্যাশনাল ইনকোয়ারি সংস্থাসমূহ)।

(ক) ন্যাশনাল ইকনকোয়ারির কমিটি: ২০২১ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অফিস আদেশ অনুসারে এর ৯০তম সভায় জাতীয় তদন্ত কমিটি (এনআইসি) গঠিত হয়। এনআইসিতে মানবাধিকার, তদন্ত, অপরাধতত্ত্ব ও লিঙ্গ বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। নিচে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এনআইসি ন্যাশনাল ইনকোয়ারির পথনির্দেশনা দিবে। জাতীয় তদন্ত কমিটি কমিশনের সাথে যৌথভাবে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি শেষে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদান এবং তা ব্যাপকভাবে বিতরণের দায়িত্বে থাকবে। এনআইসি একজন আহ্বায়ক নিয়োগ করবে, যিনি এনআইসির বৈঠকগুলোতে সভাপতিত্ব করবেন। বৈঠকের জন্য একটি কোরাম (তিনজন) থাকবে।

(খ) সচিবালয়: সচিবালয় ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটিকে সহায়তা দিবে এবং গবেষণা, তথ্য লেখা, জাতীয় তদন্তের গণ প্রতিবেদনের খসড়া লেখা এবং এনআইসির বিবেচনার জন্য সুপারিশ পেশের কাজ করবে। কাজের দলিলপ্রমাণ সংরক্ষণ, (গণশুনানি ও সভাসহ) কর্মসূচির আয়োজন, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনদের সাথে সংযোগ ও যোগাযোগসহ এনআইর জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক সহায়তার দায়িত্বেও থাকবে সচিবালয়।

সচিবালয়ের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবেন একজন উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পরামর্শক, যাকে নিয়োগ করবে ইউএনডিপি। সমন্বয়ক এনআইসিকে সহায়তা দিবেন এবং এনআইসি ও সচিবালয়ের মধ্যে প্রাথমিক সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি সচিবালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়নের মূল কাজ করবেন।

সচিবালয়ে আরও পাঁচজন কর্মী থাকবেন যাদের মধ্যে তিনজন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এবং বাকি দুইজন থাকবেন ইউএনডিপির Human Rights and Justice Programme। সচিবালয়ের কর্মীরা নিজেদের কাজের জন্য যথাক্রমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার কথা স্মরণ রেখে প্রয়োজন অনুসারে খন্ডকালীন ভিত্তিতে কাজ করবেন। এনআইসি সময়ে সময়ে প্রমাণযোগ্য দক্ষতা (যেমন খসড়া প্রণয়ন ও বিশ্লেষণ) এবং নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা ওপর প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকার শর্তে যোগ্যতাসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবীদেরও যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, এনএইচআরসি এনআইসিকে সার্বিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পরামর্শক দল গঠন করেছে। তবে এটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারির অংশ নয়।

(১০) ন্যাশনাল ইকনকোয়ারির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

ন্যাশনাল ইনকোয়ারির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে জাতীয় তদন্ত কমিটি। উদাহরণস্মরুপ, এনআইসি পটভূমিকামূলক তথ্য সংগ্রহ, বিফ্রিং সেশন ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফরমে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ওপর মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন, গবেষণা, গণশুনানি, সাক্ষাৎকার ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারে এবং লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করতে পারে।

ন্যাশনাল ইনকোয়ারিতে মাঠ পর্যায় থেকে তুলে আনা নিজস্ব তথ্যপ্রমাণ ও বিশ্লেষণগুলোর সহায়ক হিসেবে সেকেন্ডারি সোর্সের ডাটা/তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুসন্ধানের জন্য গবেষণায় প্রাসঙ্গিক ডাটা অথবা তথ্য তুলে আনতে পরিমাণগত ও গুণগত দুই ধরনেরই কৌশল ও টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিমাণগত পদ্ধতি ও টুলসের মধ্যে থাকতে পারে:

- জরিপ (সাক্ষাৎকার/নির্যাতিত, অপরাধী ও অংশীজনদের জন্য প্রশ্নাবলী)

গুণগত পদ্ধতি ও টুলসের মধ্যে থাকতে পারে:

- মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ/ঘটনাস্থল পরিদর্শন;

- প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কিআইআই);
- ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন;
- নির্যাতিত/পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত বিবরণ;
- গণ শুনানি;
- কারণ-ফলাফল বিশ্লেষণ; মাইন্ড ম্যাপিং; অভিগম্যতা বিশ্লেষণ; অ্যাটিটিউড স্কেলিং ইত্যাদি;
- কেস স্টাডি বিশ্লেষণ;
- অধিকারভিত্তিক সিএসও, নারী নেতৃত্বাধীন সিএসও, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও কুশীলবদের সাথে পরামর্শমূলক কর্মশালা;

সাক্ষপ্রমাণের ভিত্তিতে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলন, বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ প্রণয়ন করবে, যেটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রতিবেদন সম্পন্ন করা, প্রকাশ করা এবং ন্যাশনাল ইনকোয়ারি, এনএইচআরসি ও অন্যান্য অংশীজনদের অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যাপক বিতরণের ভিত্তি হবে।

(১১) সাক্ষ্যদাতার সুরক্ষা

ন্যাশনাল ইনকোয়ারির প্রস্তুতি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতা ও ভুক্তভোগীর সুরক্ষা, ‘‘কোনো ক্ষতি নয়’’, সাক্ষ্যদাতা ও ভুক্তভোগীদের পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এড়ানো এবং তাদের ব্যাপারে যথাযথ/সংবেদনশীল পদপেক্ষ নেয়ার বিষয়গুলো সর্বোচ্চ বিবেচনায় থাকবে। সাক্ষ্যদাতারা এ বিষয়ে তাদের পূর্ণ ও পূর্ব জানাবোঝা এবং সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল সাক্ষ্যপ্রমাণ দিবেন- এমনটি নিশ্চিত করা তদন্তে কর্মরত সকলের বাধ্যবাধ্যকতা থাকবে।

(১২) ন্যাশনাল ইকনকোয়ারি সংস্থাসমূহের প্রাথমিক কার্যক্রম

(ক) এনআইসি ও সচিবালয়েরর জন্য ইউএনডিপি এবং এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) সহযোগিতায় কর্মশালার পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন।

(খ) অনুসন্ধানের জন্য যথাযথ ক্ষেত্র, সমস্যা, ধরন ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করা।

(গ) পদ্ধতি, নথিবদ্ধকরণ ও উপকরণের বিষয়ে বিস্তারিত ঠিক করা।[10]

(ঘ) ন্যাশনাল ইনকোয়ারি প্রতিবেদন প্রকাশের পর অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিসহ ন্যাশনাল ইনকোয়ারির মেয়াদ অন্তর্ভুক্ত করে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

(১৩) ন্যাশনাল ইকনকোয়ারির কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট

ন্যাশনাল ইনকোয়ারি সংস্থাসমূহ জাতীয় তদন্ত পরামর্শক কমিটির নির্দেশনা ও ইউএনডিপির সহায়তায় একটি কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করবে।

(১৪) মিডিয়া সম্পৃক্ততার কৌশল

ন্যাশনাল ইনকোয়ারি হবে একটি গণতদন্ত। ধর্ষণের ওপর বিশেষ আলোকপাত করে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতার জাতীয় তদন্তের বিষয়ে জনসচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে মিডিয়ার সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা হবে। ন্যাশনাল ইনকোয়ারি সংস্থাসমূহ ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পরামর্শক কমিটির নির্দেশনা ও ইউএনডিপির সহায়তা একটি মিডিয়া কৌশল তৈরি করবে। যে কোনো মিডিয়া কৌশলে অবশ্যই ‘‘কোনো ক্ষতি নয়’’ ও ‘সম্মতির আগে জেনে নেয়া’ নীতি অনুসরণ করে সকল সাক্ষ্যদাতার জন্য যথাযথ ও সংবেদনশীল পদক্ষেপ নিশ্চিত করা হবে।

(১৫) প্রকাশনা পরবর্তী অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতা বৃদ্ধি

ন্যাশনাল ইনকোয়ারি সংস্থাসমূহ ন্যাশনাল ইনকোয়ারি পরামর্শক কমিটির নির্দেশনা ও ইউএনডিপির সহায়তায় একটি মিডিয়া কৌশল তৈরি করবে।

[10] This may include questionnaires, surveys, focus group discussions, etc.

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক
জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটির তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা
(বিজ্ঞ বিচারক, আইনজীবী, এবং জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তার জন্য)

[জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯০ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক জাতীয় ইনকোয়ারী কমিটির তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা এবং সাক্ষাতকারের মাধ্যমে যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে তার গোপনয়ীতা রক্ষা করা হবে। তথ্যদাতার ইচ্ছানুযায়ী তা রেফারেন্স আকারে ব্যবহার করা যেতে পারে।]

উত্তরদানকারীর নাম ও পদবী :
কর্মস্থল :

১। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিশেষ করে ধর্ষণের মূল কারণ কী? (গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজান)।

ক) সামাজিক অবক্ষয়;
খ) নৈতিক অবক্ষয়;
গ) অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা;
ঘ) নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব;
গ) আইন প্রয়োগে জটিলতা;
(ঙ) অন্য কোন কারণ (উল্লেখ করুণ)।

২। ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ২২(৩) ধারায় এজাহারকারী, ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

(১)
(২)
(৩)

৩। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং পারিবারিক আদালতে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সত্যিকার অর্থে নারী ও শিশুরা লাভবান হচ্ছে কি?

ক) হ্যাঁ
খ) না

৪। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এর যথাযথ বাস্তবায়ন দ্বারা নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব কি ?

ক) হ্যাঁ
খ) না
এ আইনের কোন সংশোধন প্রয়োজন আছে কি?

৫। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার যে কোন কারণে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারায় মামলা করার ফলে এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে কি?

ক) হ্যাঁ
খ) না

৬। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রত্যেক অপরাধের অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান আছে এবং তা প্রদান করা হয় কিন্তু আদায় করার যে পদ্ধতি ১৬ ধারায় দেয়া হয়েছে তা জটিল বলে অনেকে মনে করছেন। আদায়ের পদ্ধতি অধিকতর সহজ করার বিষয়ে মতামত দিন।

(১)
(২)
(৩)

৭। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অপরাধের অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান বাধ্যতামূলক করা যায় কি না?

ক) হ্যাঁ
খ) না

৮। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত সকল মামলা অভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করার লক্ষে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের অধীনে আলাদা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না?

ক) হ্যাঁ
খ) না

মতামতের পক্ষে যুক্তি দিন।

৯। অনেকের অভিমত পারিবারিক আদালত এবং যৌতুক নিরোধ আইন ও পারিবারিক সহিংসতার মামলা পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের অধীনে রেখে আলাদা ইউনিট করা হলে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে এবং অধিক মামলার জট কমবে ও নিষ্পত্তির হার বাড়বে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

ক) একমত
খ) মোটামুটি একমত
গ) একমত নই (কারণ উল্লেখ করুন)

১০। উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর সম্পত্তি অর্জনে বাধাগুলো কি কি? এই অর্জন সহজ করার লক্ষ্যে আপনার মতামত দিন।

(১)
(২)
(৩)

১১। আপনার আদালতে ধর্ষণ মামলার সংখ্যা কত? (বিজ্ঞ বিচারকের জন্য)

১২। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ অনুযায়ী আপনার কোর্টে কতগুলো মামলা বিচারাধীন আছে? (বিজ্ঞ বিচারকের জন্য)।

১৩। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এবং বিধি ২০১৩ অনুযায়ী আপনার আদালতে প্রয়োগকারী ও সেবাদানকারীর তালিকা আছে কি (বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য)।

ক) হ্যাঁ
খ) না

১৪। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে তদন্তকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে কি না? (বিজ্ঞ বিচারকের জন্য)।

ক) হ্যাঁ
খ) না

উত্তর না, হলে কারণ উল্লেখ করুণ।

১৫। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটলে সাক্ষ্য এবং আলামতের জন্য কি কি সংরক্ষণ করা উচিৎ।